প্রকাশক—
শ্রীনরেন্দ্র নাথ দে
১৪৯, বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মুদ্রাকর—শ্রীপুলিনবিহারী দে
"দি ফাইন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্"
৩৪৭।১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকা

মুখবন্ধ।

দু' বছর আগে "চারণ" পত্রিকায় কালবৈশাখীর শেষাংশ প্রকাশিত হয়। অধুনা কোন বিশিষ্ট পত্রিকার জন্য নাটকটি সম্পূর্ণ লিখ্‌তে সুরু করি। আখ্যান-ভাগ ও রচনা আমার শ্রেয়তম বন্ধু শ্রীযুক্ত হরিদাস শীলের খুব ভালো লাগে। পরে একদিন তাঁ'রই অনুরোধে আমার অন্যতম বন্ধু রঙ্‌মহলের বিশিষ্ট অভিনেতা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায়কে পড়িয়া শোনাই। সৌভাগ্যক্রমে নাটকটি রবীন্দ্রমোহনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই দিনই নাটকটি তিনি রঙ্‌মহলের খ্যাতনামা প্রযোজক শ্রীযুক্ত সতু সেনকে শোনান। পাণ্ডুলিপি আর আমাকে ফেরত দেওয়া হয়নি এবং দিন কয়েক পরেই নাটকটি রঙ্‌মহলে অভিনয়ার্থ বিজ্ঞাপিত হোয়েছে দেখলাম। নাটকটি সাধারণের গোচরে আন্‌বার সুযোগ দিয়েছেন এই তিনজন, সুতরাং তাঁ'দের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার আমার কর্ত্তব্য।

অপরাজেয় সুরশিল্পী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে নাটকখানিতে যে সঙ্গীতের ধারা প্রবাহিত কোরেছেন তা' এক কথায় মনোময়। তাঁ'র কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না কোরলে প্রত্যবায়ভাগী হোতে হয়।

আমার অন্যতম বন্ধু শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল চক্রবর্ত্তী এবং অন্যান্য যে সকল বন্ধু উৎসাহ দিয়ে এই নাটক প্রণয়নে সহায়তা কোরেছেন তাঁ'দের নিকটও আমি কম কৃতজ্ঞ নই। ইতি—

মিনার্ভা ইন্‌ষ্টিটিউট
কলিকাতা।
জন্মাষ্টমী, ৮ই ভাদ্র, ১৩৩৯

শ্রীমণীন্দ্রনাথ সিংহ

উদ্বোধন-রজনীর অভিনেতৃগণ।

ভুবনমোহন—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস।

মৃণাল—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়।

বিজন—শ্রীহরেন্দ্রমোহন রায় (এমেচার)।

মহেন্দ্র—শ্রীযুগল দত্ত।

নরেন্দ্র—শ্রীকুসুম গোস্বামী।

বৈরাগী—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)।

বাউল—শ্রীমৃণাল ঘোষ।

বিন্দু—শ্রীমতী প্রকাশমণি।

সুরমা—শ্রীমতী চারুবালা।

কমল—শ্রীমতী সরযূবালা।

রমা—শ্রীমতী সূর্য্যমুখী।

রেণু—শ্রীমতী সুনীলাবালা।

শান্তি—শ্রীমতী কমলাবালা।

মালতী—শ্রীমতী সরস্বতী।

চরিত্র-পরিচয়

ভুবনমোহন	...	জনৈক বিপত্নীক বৃদ্ধ।
মৃণাল	...	ঐ পুত্র।
বিজন	..	জনৈক অবিবাহিত যুবক।
মহেন্দ্র	..	মৃণালের বন্ধু।
নরেন্দ্র	...	ঐ
সুনীল	...	মৃণালের জনৈক সহচর।
বিন্দুবাসিনী	...	ভুবনমোহনের বিধবা ভগ্নী।
সুরমা	...	মৃণালের স্ত্রী।
কমল	...	ভুবনমোহনের অনূঢ়া কন্যা।
রেবা	...	কমলের বান্ধবীগণ।
রমা	...	
রেণু	...	
শান্তি	...	
মালতী	...	ভুবনমোহনের পরিচারিকা
বৈরাগী— ও বাউল—		

কয়েক বিন্দু অশ্রুকণা দেখা দিল। অল্পক্ষণ পরে মৃণাল বাহির হইতে প্রবেশ করিল।]

মৃণাল

সুরমা ; এ কি তোমার চোখে জল কেন ?

সুরমা

(চোখের জল মুছিতে মুছিতে)

না, ও কিছু নয়।

মৃণাল

আমায় লুকোতে চেষ্টা কোরো না সুরমা।

[অশান্তভাবে বসিল।]

(শুষ্ককণ্ঠে)

তবে তুমিও আমাদের এ কষ্টে কাতর। আমার একটা সান্ত্বনা ছিল, দুঃখের মধ্যে একটা সুখ ছিল, যে আমাদের এ কষ্ট যতই দুঃসহ হোক্ না কেন, আমরা দু'জনা অকাতরে সয়েছি সে বেদনা, দু'জনা সানন্দে ভাগ কোরে নিয়েছি সে দুঃখের অংশ। মুখে তুমি দেখাতে সহানুভূতি, আর অন্তরে পুষে' রেখেছো এই নিদারুণ মর্ম্মবেদনা।

সুরমা

(কাপড়ের খুঁট আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে)

আমি আমার জন্য মোটেই কাতর নই, কিন্তু তোমার এ দুর্দ্দশার কারণ আমায় ক্ষণে অক্ষণে কম পীড়ন করে না।

মৃণাল

(শুষ্ক হাসি হাসিয়া)

সুরমা, এ আমার দুর্দ্দশা কি সুদশা জানি না, তবে আমার মনে হয় তোমায় নিবিড়তর কোরে পাবার জন্য এরও প্রয়োজন ছিল। তোমায় পাবার আগ্রহে কোথায় চলে যায় আমার এ আকুল ভাবনারাশি, আমি জানি না। অবস্থা বিপর্য্যয়ে কাতর আমি হইনি কোন দিন; তোমার মুখের হাসি আমায় নিত্য উৎসাহিত কোরতো এই বাধা বিপত্তি অতিক্রম কোরতে। কিন্তু আজ যখন সে হাসি বিদায় নিয়েছে তোমার ওষ্ঠপ্রান্ত হোতে, তখন কোন্ প্রাণে আমি এই নিত্যনূতন বিপদের সম্মুখীন হ'ব ?

সুরমা

(সঙ্কুচিতভাবে)

তুমি আমায় ভুল বুঝো না, বিপদে সাহস আমি এখনও হারাইনি।

মৃণাল

তোমায় ভুল বুঝ্‌লে যে আমায় নিজেকে ভুল্‌তে হয় আগে সুরমা। আমায় বল লক্ষ্মীটি, তবে অকারণ চোখের জল ফেল্‌ছিলে কেন ?

সুরমা

অতিথি দুয়ার হোতে ব্যর্থ-মনোরথ হোয়ে ফিরে গেলে কা'র প্রাণ না কাতর হয় ?

মৃণাল

সুরমা, অভাবের নিষ্পীড়নে দয়া. মায়া, তোমার মনের মধ্যে এখনও অটুট আছে ? প্রথম প্রথম অতিথিকে বিমুখ কোরতে আমারও কম কষ্ট হোত না কিন্তু আজকাল সে দুঃখও আমার সয়ে গেছে। তবে একটা প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে প্রায়ই জাগে যে বিশ্বের সমস্ত

মৃণাল

(কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল—তা'রপর ঘাড় নাড়িয়া)

না সুরমা, কাজ নেই, কমল হয়ত ভুল বুঝেছে। তাঁ'কে আমি খুব চিনি, তিনি আমার এ চ্যুতি কোনদিন ক্ষমা কোরতে পারবেন না। দাবীর সম্বন্ধ যেখানে, ভিক্ষার আবেদন সেখানে যে কী বিড়ম্বনা, তা' তুমি জানো না। আমায় এ সম্বন্ধে আর প্রশ্ন কোরো না সুরমা—আর ও সুখের মরীচিকা আমার সাম্‌নে ধোরো না।

সুরমা

তুমি সন্তান, পিতার করুণায় আজো রক্তস্রোত প্রবাহিত হোচ্ছে তোমার দেহে, তাঁ'র কাছে আবেদনের কোন লজ্জা নেই। তুমি তাঁ'র একটি মাত্র পুত্র, তোমার কি উচিত এই নৈরাশ্যের ব্যথা তাঁ'র হৃদয়ে জাগিয়ে তোলা, যখন ব্যাকুল হোয়ে চেয়ে আছেন তিনি তোমার আশাপ্রতীক্ষায়।

মৃণাল

(শুষ্ককণ্ঠে)

সত্যই সুরমা, আমি অভাগা, যদি এই দাহনে আমি একা দগ্ধ হোতাম ত বিন্দুমাত্র বিচলিত হোতাম না, কিন্তু এ দাহন ছড়িয়ে দিয়েছি আমি সবার বুকে,—তোমার, স্নেহময় পিতার ও আমার সোনার কমলের বুকে। আমি এমনই ভাগ্যহীন, যে জগতে সবার প্রাপ্য থেকে আমি যেমন তা'দের বঞ্চিত কোরেছি, তেমনই নিজেও বঞ্চিত হইনি কম।

সুরমা

(সানুরোধে)

তবে চল; আমার কথা শোন, যে বিচ্ছেদের অনল আমরা জ্বালিয়ে

তুলেছি সেই অনল নির্ব্বাপিত কোরে দিই এই আকস্মিক মিলনের আনন্দাশ্রুতে।

মৃণাল

বেশ, সেদিনও যেমন তোমার জন্যই অকাতরে ছিন্ন কোরেছিলাম এই স্নেহের বন্ধন, আজো তেমনই তোমার অনুরোধে দৃঢ় কোরে তোল্‌বার চেষ্টা কোরবো এই বন্ধন। হয়ত অনেকেই আমায় উপহাস কোরবে আমার এ দুর্ব্বলতা দেখে, কিন্তু তোমার হাসিই হ'বে আমার একমাত্র পাথেয়।

(সন্দিগ্ধভাবে)

আজো আমি সন্দিহান, সুরমা, যে পিতা আমায় ক্ষমা কোরবেন কি না ?

সুরমা

যদি তিনি ক্ষমা না করেন, ত তাঁ'র পা জড়িয়ে বোল্‌বো, আমরা আবেদন কোরতে আসি নি আমাদের জন্য, এসেছি আপনার ভবিষ্য বংশধরের জন্য। আমার স্থিরবিশ্বাস, এ কথা শুন্‌লে তিনি আর ফিরিয়ে দিতে পারবেন না।

মৃণাল

কিন্তু সুরমা যদি বিমুখ হোয়েই ফিরতে হয় ?

সুরমা

তা'তে ত লজ্জার কিছু নেই ; তিনি গুরুজন, তাঁ'র কাছে যদি নিষ্ফল আবেদনই কোরতে হয় ত ক্ষতি কি ?

সুরমা

বাবার নামে একটা টেলিগ্রাম কোরে দাও যে কাল রাত্রেই আমরা পৌঁছাব।

মৃণাল

(সাশ্চর্য্যে)

কাল রাত্রেই !

সুরমা

(সস্মিত-মুখে)

হাঁ, গো হাঁ, রাত্রি প্রায় দশটা ; আমি টাইম-টেবল দেখে রেখেছি।

মৃণাল

(উদ্বিগ্নভাবে)

সব কাজে এত তাড়া ভাল নয় সুরমা। তা'র চেয়ে তুমি বরং সঠিক খবরের জন্য কমলকে চিঠি দাও।

সুরমা

(সকাতরে)

না, গো না, এই অনুরোধটি আমার রাখো।

মৃণাল

(সুরমার চিবুক ধরিয়া)

আদেশ বল না দুষ্টু।

সুরমা

(কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য সহকারে)

হাঁ, মিছে দেরী কোরো না।

মৃণাল

সুরমা আর দেরী কোরে কাজ নেই; ঐ শোন প্রভাতী গেয়ে চলে গেলো বৈরাগী।

সুরমা

কিন্তু তুমি যে বড় শ্রান্ত; একটু জিরিয়ে নাও—এইটুকু আসতেই হাঁপিয়ে পড়েছো।

মৃণাল

এখনও গ্রামের পথটুকু পার হই নি; আর ত অপেক্ষা কোরলে চল্‌বে না।

সুরমা

এখনও পথ অনেকটা, এই দুর্ব্বল শরীর নিয়ে তুমি ত অতটা পথ চল্‌তে পারবে না।

মৃণাল

(উদ্বিগ্নভাবে)

কিন্তু আমায় যেমন কোরে হোক্ যেতেই যে হ'বে সুরমা। চল তোমার কাঁধে ভর দিয়ে যাই।

[কাঁধে ভর দিয়া চলিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিল।]

না, এও পারছি না। ভগবান! এত আশা জাগিয়ে তুলে শেষে কি নিরাশ কোরবে?

সুরমা

আমি বলি আজ থাক্। তুমি একটু সুস্থ হোলেই যা'বার ব্যবস্থা করা যা'বে আর একদিন।

মৃণাল

(অধীরভাবে)

কিন্তু সেখানে না গেলে যে আমি সুস্থ হোতে পারবো না। কত আশা নিয়ে আজ তা'দের রাত্রি প্রভাত হোয়েছে—না সুরমা, আমি পারবো না তা'দের সে আশায় নিরাশ কোরতে।

সুরমা

অবুঝের মত কাজ কোরো না; ঐ ত আমাদের কুটির দেখা যাচ্ছে; —চল একটু বিশ্রাম কোরে—

মৃণাল

(উত্তেজিতভাবে)

অবুঝ আমি ছিলাম না সুরমা, তুমিই আমায় অবুঝ কোরেছো। ফিরে যা'বার এ ব্যাকুলতা, তুমিই আমার মনে জাগিয়েছো। আমার এ আকুল কামনার শেষ কোথায় জানি না, তবু আমায় যেতেই যে হ'বে। তোমায় একটা কথা বলিনি সুরমা, পাছে তুমি অকল্যাণ ভেবে না যাও। কাল রাত্রে ঘুমের ঘোরে কে যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাক্‌লে;—মনে হোল, সে যেন—সে যেই হোক্ তা'র আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য মন আমার উদ্বেল হোয়ে উঠেছে।

সুরমা

হয়ত ঘুমঘোরে কমলকে স্বপ্ন দেখেছো।

মৃণাল

তাই হ'বে। তাইত বোল্‌ছি আর আমার অপেক্ষা করা চলে না। চল, সুরমা।

[সুরমা নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিল।]

সুরমা

(নতমুখে)

না, না, পর ভাব্‌বো কেন ?

সুনীল

এই অসুস্থ শরীরে মৃণালদাকে এতটা পথ হাঁটিয়ে ডাক্তারের বাড়ী না নিয়ে গেলে কি চল্‌তো না ? আমায় একটা খবর দিলে ত হোত। চল, বাড়ী ফিরে চল।

মৃণাল

অসুখ শুধু আমার দেহের নয় সুনীল, অসুখ মনেরও।

সুনীল

ব্যাপার কি খুলে বলো ত ?

[মৃণাল নিরুত্তর।]

তোমাদের আজ হোল কি বৌদি ?

সুরমা

কিছু হয় নি সুনীল।

সুনীল

না, মনে হোচ্ছে কি যেন একটা লুকোবার চেষ্টা কোরছো তোমরা।

(অভিমানভরে)

বেশ, আমি শুন্‌তে চাই না কিছু,—যাও তোমরা।

[সুনীল চলিয়া যাইতেছিল, মৃণাল বাধা দিল।]

(সুরমার উদ্দেশ্যে)

বৌদি, তুমি না বোল্‌তে যে কোন কথাই তুমি আমার নিকট গোপন করো না ?

[সুরমা নিরুত্তর।]

মৃণাল

ওর ওপর মিথ্যা দোষারোপ কোরেছিস কেন সুনীল ?

সুনীল

(আগ্রহসহকারে)

আবার কবে ফিরবে মৃণালদা ?

মৃণাল

তা'র কোন স্থিরতা নেই সুনীল।

সুনীল

তবেই ত তুমি ভাবিয়ে তুল্‌লে মৃণালদা।

(খানিক ভাবিয়া)

আমাদের সমিতির কি হ'বে ?

মৃণাল

আমার উপযুক্ত ভাইটির হাতে দিয়ে গেলাম।

সুনীল

(অস্থিরভাবে মাথা নাড়িয়া)

এ গুরুভার ত আমি বহন কোরতে পারবো না মৃণালদা।

মৃণাল

(দৃঢ়কণ্ঠে)

খুব পারবে।

সুনীল

বেশ চল; আমি তোমাদের ষ্টেশন অবধি পৌঁছে দিয়ে আসি।

(সঙ্গে চলিতে চলিতে)

তা'তে কোন আপত্তি নেই ত বৌদি ?

সুরমা

আমার ওপর মিথ্যা অভিমান কোরছিস কেন সুনীল ? তুই কি জানিস না তোর—

সুনীল

(ঈষৎ হাসিয়া, পরে বাধা দিয়া)

আর কথার জাল বুন্‌তে হ'বে না। ফিরে এসো একবার তা'র পর হ'বে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া।

[তিনজনে চলিয়া গেল।]

তৃতীয় অঙ্ক

—*—

[দৃশ্য-পরিচয় :—ভুবনমোহনের সুসজ্জিত হল ঘর—দেওয়ালে কয়েকখানি প্রতিকৃতি টাঙ্গানো রয়েছে—সন্ধ্যা হয়-হয়। যবনিকা উঠিতেই দেখা গেলো কমল আরাম কেদারায় অপেক্ষা কোরছে।]

কমল

আজ্‌কের এ বেলা যেন কাট্‌তেই চায় না—কত যুগ ত কেটে গেছে তাঁ'র অদর্শনে কিন্তু এই ক'টি মুহূর্ত্ত যেন অসহ্য দীর্ঘ বোলে মনে হোচ্ছে।

[মালতী প্রবেশ করিল]

আমার চিঠিখানি বিজনবাবুকে দিয়ে এসেছিস মালতী ?

মালতী

হাঁ দিদিমণি।

কমল

তিনি কি বোল্‌লেন ?

মালতী

সন্ধ্যার পরেই তিনি আসবেন।

কমল

মালতী, বারো বছর আগেকার কথা তো'র মনে পড়ে ?

কমল

(হতাশভাবে)

তবে ত হোল না পিসি, মিল্‌বে না ত আমার মানসপটে আঁকা তাঁ'র ছবি, যা' গোপনে সবার অন্তরালে অমলিন রেখে দিয়েছি আমি।

বিন্দু

তুই কা'র কথা বোল্‌ছিস কমল ? তো'র অভাগিনা মায়ের—

কমল

না পিসি, সে মূর্ত্তি ত শত চেষ্টায়ও আমি কল্পনায় আন্‌তে পারি না।

বিন্দু

তা' কেমন কোরে পারবি কমল, তখন ত তুই সবে দু' বছরের।

কমল

পিসি, যা'কে পাওয়া যাবে না আমার অন্তরের সমস্ত ব্যাকুল কামনা দিয়েও, তাঁ'র জন্য মিথ্যা শোক আমি করি না। আমি বোল্‌ছিলাম দাদার কথা।

বিন্দু

বেশ ত আর একটু পরেই মিলিয়ে দেখিস না তোর অন্তরের মূর্ত্তির সঙ্গে তো'র দাদার বর্ত্তমান চেহারা।

কমল

কিন্তু পিসি, যদি সে আসে নূতন মূর্ত্তিতে, অচেনা বেশে, তবে হয়ত একটা অহেতুক কুণ্ঠা আমায় ঘিরে থাক্‌বে। এই কুণ্ঠাই আজ বড় হোয়ে দাঁড়াবে আমাদের পরিচয়ের মাঝে।

বিন্দু

তা' কি কখনো হয় কমল ?

কমল

(হাত ধরিয়া)

আমার একটা অনুরোধ রাখ্‌বে পিসি ?

বিন্দু

তোর কোন্ অনুরোধ আমি রাখি নি কমল ?

কমল

(গদ্‌গদভাবে)

সেই জন্যই ত অসহ্য আবদারে তোমায় অতিষ্ঠ কোরে তুলি।

(সকাতরে)

আজ দাদা এলে অভিমানের বাঁধ সরিয়ে তা'কে তোমায় সাদর অভ্যর্থনা কোরতে হ'বে।

বিন্দু

এ কথা আমি ভুলি নি কমল, যে আজ্‌কের এ উৎসবের আলো অভিমানের বর্ত্তিকায় জ্বল্‌বে না।

কমল

(স্বস্তির শ্বাস ফেলিয়া)

এই কথাটাই মনে রেখো পিসি।

বিন্দু

যাক্ যে কথা বোল্‌তে এসেছিলাম শোন্ কমল। তো'র বাবা বোল্‌ছেন যে আজ্‌কে উৎসব বন্ধ রাখাই সমীচীন।

চরণ-ধ্বনি কোন অতিথির
বাজ্‌লো হৃদয়-অঙ্গনে ?
উতল হাওয়ায় কাহার ছোঁয়াচ্‌
লাগ্‌লো মধুর কম্পনে ?

[সঙ্গীত শেষ হ'বার পূর্ব্বেই বিজন নিঃশব্দে প্রবেশ করিল।]

বিজন

কমল !

কমল

(চমকিত হইয়া)

এসেছেন বিজনবাবু ?

বিজন

এখনও এ ঘর তোমার সঙ্গীতের মধুর উচ্ছ্বাসে ভরপুর, মনে হোচ্ছে সমস্ত ধরা বুঝি এই সুরময়, সঙ্গীতময়।

কমল

আজ আমি বড় আনন্দিত বিজনবাবু। আনন্দের এ উচ্ছ্বাস চেপে রাখ্‌তে পারছি না আমার এ ক্ষুদ্র বুকে।

বিজন

তোমার এ উচ্ছ্বাসের কারণ আমি জান্‌তে পারি না কমল ?

কমল

কেন পা'বেন না বিজনবাবু ? বারো বছর যাঁ'কে দেখিনি অথচ হৃদয়ের

বিজন

আশা-নিরাশার মধ্যে আর আমি থাক্‌তে পারি না কমল। মুখ ফুটে এতদিন যা' বোল্‌তে সাহস করি নি, আজ সেই কথাই বোল্‌বো।

কমল

চোখের ভাষা কি মুখের ভাষার চেয়ে কম অর্থহীন? আপনার অন্তরের ব্যাকুলতা সমস্তই চোখের ভাষায় প্রতিভাত হোতে দেখেছি আর অন্তরে আমার পুলকের লহর বয়ে গেছে।

বিজন

কিন্তু তোমার উদাস চাহনিতে আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। আমি বড় সন্দিহান্; মন আমার বড় ভঙ্গুর। আজ্‌কের বিশ্বাস আমার, কাল্‌কের অবিশ্বাসে পরিণত হয়। তাই কতদিন কৌশলে জান্‌তে চেয়েছি তোমার মুখের একটী কথা, কিন্তু আজো তা'র যথার্থ উত্তর পাই নি।

(খানিক থামিয়া)

মনে পড়ে আমাদের প্রথম পরিচয়ের কথা?

কমল

হাঁ, যেদিন আমি পথ হারাই। পথের সন্ধানে ব্যর্থ চেষ্টার পর আকুল অন্তরে চোখ বুজে দেবতার চরণে নিবেদন জানালাম, চোখ খুলে প্রথম দেখ্‌লাম আপনাকে, অপলক নয়নে চেয়ে রইলাম ঐ মুখের দিকে। কোথায় গেলো আমার আজীবন সংস্কার, আর কোথায় গেলো আমার নারীসুলভ লজ্জা? অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হোতে কে যেন বোলে উঠ্‌লো, "ওরে, যে দেবতার চরণে নিবেদন জানিয়েছিস সে যে তো'র চোখের সাম্‌নে—"

বিজন

কপোল বেয়ে তোমার অশ্রুধারা আমার চরণে বিন্দু বিন্দু ঝরে পড়তে লাগ্‌লো। জিজ্ঞাসা কোরলাম তোমার পরিচয়—অকুণ্ঠিত চিত্তে জানালে তোমার বিপদের কথা।

কমল

সেদিনও যেমন বিশ্বাস কোরে আপনার উপর নির্ভর কোরেছিলাম, আজো তেমনই সমান বিশ্বাসে আমি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

বিজন

কিন্তু সেদিনও তুমি যেমন রহস্যময়ী ছিলে আজো আছো তেমনই।

কমল

(বিস্ময়ের ভাণ করিয়া)

আমাদের এতদিনের পরিচয়ে কি বন্ধুত্বের বন্ধন নিবিড়তর হয় নি বিজনবাবু ?

বিজন

কিন্তু কি কোরবো আমি এই বন্ধুত্বের বন্ধন নিয়ে ; নিবিড়তম বন্ধনের আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছি কতদিন, কতদিন ধরে।

কমল

কিন্তু এই বন্ধুত্বের বন্ধনই কি একদিন আপনার কাম্য ছিলো না ?

বিজন

ছিলো কমল, ছিলো। কিন্তু এখন আর এ নিয়ে আমি সন্তুষ্ট হোতে পারি না। পাওয়ার প্রাচুর্য্যে আমার আকাঙ্ক্ষার গণ্ডী আজ বেড়ে গেছে। একদিন পা'বো না জেনে যেটুকু পেয়ে সন্তুষ্ট হোতাম আজ

বিজন

কি ?

বিন্দু

মৃণাল, বারো বছর পরে আজ রাত্রে ফিবে আসবে।

বিজন

ওঃ, এ খবর আমি পেয়েছি কমলের কাছ থেকে, কিন্তু কি যে কোরতে হ'বে জানি না।

বিন্দু

আয়োজনের আকস্মিকতায় কমল তা'র ভা'য়ের মনে চমক লাগাতে চায়; তাই বোধ হয় তা'কে সাহায্য করবার জন্য তোমায় ডেকে পাঠিযেছিলো। তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি কমলকে।

[বিন্দু ভিতরে গেলো]

বিজন

(আপন মনে)

হারানো ভাইকে ফিরে পা'বে কমল, আর আমি পেলাম শান্তি যা' বিদায় নিয়েছিলো আমার মন থেকে পরিচয়ের প্রথম রাত্রে। মানুষেব এ কি স্বভাব? ক্ষণমুহূর্ত্তের পরিচয় শাশ্বত কোরে তোল্‌বাব তা'র কী অসীম আগ্রহ! নিজেকে নিঃস্ব করবার একি ব্যাকুলতা? প্রতিদান পেয়েও শান্তি নেই, মনে হয় কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। সেই কল্পিত ব্যবধান সরাবার জন্য কী অসাম উৎসাহ!

(খানিক ভাবিয়া)

ভালোবাসাব সঙ্গে তুলনা হোতে পারে মরীচিকার—যে তা'র সন্ধানে পাড়ি দেবে, অশান্তি-সাগরের প্লাবন হোতে নিষ্কৃতি তা'র নেই।

পরশ। সে যে কেমন একটা আলোছায়ার মেলামেশা। আমি যেন একটা অতীন্দ্রিয় রাজ্যে চলে গেলাম, দেখলাম আমার লক্ষ্মীর রূপ যেন আর ধরে না। সেই পরিচিত হাসি হেসে সে যেন জিজ্ঞাসা কোরলে 'অমন নিষ্পলক চেয়ে রয়েছো কেন? ...আমায় চিন্‌তে পারলে না বুঝি?' এ মধুর আবেশ বহুদিন পাই নি, তাই ত উত্তর দিলাম না। জানি ওরা অশরীরী মায়া, হয়ত আমার উত্তর পেলেই চলে যাবে; তাই চুপ কোরে রইলাম।

বিন্দু

(সাগ্রহে)

তা'র পর।

ভুবন

আবার শ্রান্ত হিয়া কখন তন্দ্রার আবেশে ঢলে পড়েছে জানি না। অস্ফুট আর্ত্তনাদে সে তন্দ্রাও আমার টুটে গেলো। পরিচিত স্বর যেন আমার কানে ভেসে এলো। আক্ষেপ-ভরা সুরে শুনলাম মৃণাল বোলছে "সুরমা, রাত্রি অবসানের আর কত দেরী? ততক্ষণে কি আমার এ যন্ত্রণার উপশম হ'বে না? আর ত পারি না..... উঃ।" ওরে, সে ব্যথার আর্ত্তনাদ যেন আমার গৃহকোণ হোতে উঠ্‌লো আবার পরক্ষণেই মিলিয়ে গেলো সে কান্নার রেশ। ধীরে ধীরে উঠ্‌লাম শয্যা ছেড়ে, অতি সঙ্কোচে জ্বাল্‌লাম প্রদীপ, তন্ন তন্ন কোরে খুঁজ্‌লাম সারা ঘরটা কিন্তু কোথায় সুরমা আর কোথায় মৃণাল?

বিন্দু

থাক্ ও কথা থাক্ দাদা।

ভুবন

না, না, তা'র পর শোন। নৈরাশ্যের ব্যথায় ভেঙ্গে পড়লো আমার মন; অস্থিরভাবে বারকয়েক পায়চারি কোরলাম সারা ঘরটা। লুব্ধ মন আমার চাইছিলো আবার সে স্বপ্নে ভুলিয়ে দিতে তা'র অস্তিত্ব কিন্তু গা আমার শিউরে উঠ্‌ছিলো। আমার মনের মাঝে দ্বন্দ্ব সুরু হোল, অবশেষে জয় হোল লুব্ধ মনের। আবার শয্যায় গা ঢেলে দিলাম। আমি বুঝতে পারি না এত ঘুম আমার কাল এলো কোথা হোতে? আবার অনুভব কোরলাম কমলের মা এসেছে; পরিচিত পায়ের শব্দে গৃহকোণ মুখর হোয়ে উঠ্‌লো। হঠাৎ শ্লেষ-মাখানো সুরে সে যেন বোল্‌লে "তোমার হাতে আমার ছেলের এত অনাদর হ'বে জান্‌তাম না। তা'র সমস্ত সন্তাপ ভুলিয়ে তাই আমি তা'কে আজ বুকে তুলে নিয়েছি।" মিনতির সুরে তা'কে বোল্‌লাম "সত্যি আমার অন্যায় হোয়ে গেছে; আর একটি সুযোগ আমায় দাও।" উত্তরে সে বোল্‌লে "বারোটি বছর অপেক্ষা কোরেছিলাম এরই জন্য। জানো না সন্তানের অনাদর মা'র প্রাণে কেমন বাজে? তা'কে এখন যেখানে এনেছি সেখান থেকে কেউ ফিরে যেতে পারে না।" মিনতি-মাখানো সুরে তা'কে অনুরোধ কোরলাম কিন্তু উত্তরে পেলাম তা'র ব্যঙ্গভরা অট্টহাসি যা'র সঙ্গে জীবনে আমার কোনদিন পরিচয় ছিল না। বিন্দু! কমল!

বিন্দু

কমল যে নেই দাদা, আমি তা'কে ডেকে আন্‌ছি।

ভুবন

না কাজ নেই। আচ্ছা বিন্দু, স্বপ্ন কি কখনো সত্য হয়?

ভুবন

কিন্তু তুই যদি আমারই মত ভুগতিস তবে তোরও বিশ্বাস হারিয়ে যেতো কমল। জীবনে যে আলো লক্ষ্য কোরে ছুটেছি বারবার, সে হোচ্ছে আলেয়ার আলো। যখনই মনে হোয়েছে জীবনের কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট পথের খুব কাছে এসেছি তখনই দেখেছি লক্ষ্যপথ থেকে দূরে, বহুদূরে চলে গেছি। বল দেখি কমল, কেমন কোরে নির্ভর কোরতে পারি কোন না-পাওয়া জিনিষের ওপর ?

কমল

কিন্তু বাবা যে হতভাগ্য, বারো বছর ধ'রে পায় নি পিতার স্নেহ, ভগ্নীর ভালোবাসা, তা'কে আজ কেমন কোরে অতি-সাধারণের মত বরণ কোরবো ?

ভুবন

তাই ত মা দোষ তোকেও দিতে পারি না। সুখের কল্পনাও যে আমি কোরতে পারি না,—আমার মনে হয় এ সুখ নয়, এ কোন অমঙ্গলের অগ্রদূত।

কমল

চল বাবা, ভিতরে চল, তুমি বড় শ্রান্ত।

[কমলের কাঁধে হাত দিয়া ভুবন-মোহন ভিতরে গেলো। বাহির হইতে গান গাহিতে গাহিতে বাউল প্রবেশ করিল।]

রেবা

(সাশ্চর্য্যে)

কেন ?

কমল

(আপন মনে)

বার বার এই একই সংশয়ের রেখা !

(রেবার উদ্দেশ্যে)

উৎসবের বিরুদ্ধে এ অভিযান তোদের কেন ?

রেবা

(সঙ্কুচিতভাবে)

কিন্তু এ আলো যে আমি সইতে পারি না কমল। এ মিথ্যা অভিনয় নিয়ে আমি যে আর তৃপ্ত হোতে পারি না।

[কমল রেবার মুখের পানে অবাক হোয়ে চেয়ে রইলো।]

কমল

তোর আজ হ'লো কি রেবা ?

রেবা

(সোৎসুকে)

ছেলেবেলার কথা তোর মনে পড়ে কমল ?

কমল

সে সব ভুল্‌তে আমি আজো পারিনি রেবা। অতীতের সে দিনগুলো সযত্নে স্মৃতির মন্দিরে তুলে রেখেছি।

রেবা

(ভগ্নকণ্ঠে)

তাই যদি হয় ত কোন্ প্রাণে আমি এ অনাদর সহ্য কোরবো বল্ কমল। আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, আমার ভালোবাসার আসন স্থানচ্যুত, অপরের আসন সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত।

কমল

কিন্তু এ কথা ভুলে গেলে চল্‌বে কেন রেবা, যে স্ত্রীর অঞ্চল ছাড়া পুরুষের ভিন্ন জগৎ আছে। শত প্রলোভন যদি ধাঁধায় তা'দের চোখ ত স্ত্রীর কি উচিৎ স্বামীকে উপেক্ষা করা ?

রেবা

(উত্তেজিতভাবে)

আর যদি ক্ষণমুহূর্ত্তের উত্তেজনায় এই বহির্জগতের সংস্পর্শে নারী আসে ত সমাজের অনুশাসনে তা'র পবিত্রতা হয় ক্ষুণ্ণ! কিন্তু পুরুষদের বিধান স্বতন্ত্র।

কমল

হিন্দুনারীর আদর্শ যে ভিন্ন রেবা।

রেবা

(হতাশভাবে)

মিথ্যা আদর্শ নিয়ে আমি আর কি কোরবো কমল? আমি এখন ভাবি কমল, কেমন কোরে ফিরে পা'বো যে ভালোবাসা আমি তাঁ'কে দিয়েছি। তাঁ'কে ভুলে আমি চাই শান্তি। আমায় সেই শান্তির সন্ধান দিতে পারিস কমল ?

[খানিকক্ষণ দু'জনা চুপ কোরে রইলো।]

কমল

পা'বার প্রত্যাশায় ভালোবাসলেই বিড়ম্বনা সইতে হয় অনেক। দেবার আনন্দে যদি বিলীন কোরতে পারিস তোর সমস্ত কামনা, নির্ব্বিকার চিত্তে যদি সহ্য কোরতে পারিস তাঁ'র সমস্ত অবিচার, তবেই তুই পা'বি যথার্থ শান্তির সন্ধান।

রেবা

উপদেশছলে এ কথা আমিও বুঝিয়েছি আমার মনকে, কিন্তু মন ত আমার মানে না এ উপদেশের বাঁধন—ছুটে যায় অবিরাম ভাঙ্গনের পথে। তাঁ'কে ভোল্‌বার আর কোনো উপায় নেই কমল ?

কমল

(ঘাড় নাড়িয়া)

না, রেবা আর ত কোনো উপায় নেই।

[পাতায় জড়ানো ফুল ও মালা লইয়া
বিজন প্রবেশ করিল; লক্ষ্যই পড়লো
না তা'র যে সেখানে রেবা আছে।]

বিজন

কমল, এই ফুলগুলো দিয়ে সাজাও সমস্ত গৃহকোণগুলি—

[কমল পাতায় মোড়া ফুলের মালা
খুলিতে লাগিলো।]

কমল

কিন্তু এতগুলো মালা আন্‌তে গেলেন কেন ?

বিজন

যাঁ'রা আসবেন শুধু তাঁ'দের জন্যই ত আনি নি। আজ যে আমাদেরও—

[কমল ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া ইঙ্গিতে রেবাকে দেখাইয়া দিলো।

কমল

(বাধা দিয়া)

বিজনবাবু, আপনার সঙ্গে পরিচয় কোরিয়ে দিতে ভুলে গেছি আমার বান্ধবী রেবার সঙ্গে। বড় সুন্দর গান গায় ও। আর রেবা ইনিই হোচ্ছে বিজনবাবু, যাঁ'র কথা তোকে কতবার বোলেছি।

[বিজন ও রেবা পরস্পর পরস্পরকে নমস্কার ও প্রতিনমস্কার করিল।]

রেবা

আপনার সঙ্গে পরিচয় করবার সুযোগ পেয়ে সুখী হ'লাম।

বিজন

কিন্তু শুধু মৌখিক পরিচয়ে আমি ত সুখী হোতে পারলাম না।

রেবা

(সহাস্যে)

আর কি পরিচয় আপনি চান্?

বিজন

যে পরিচয় পেলাম কমলের মুখে, তা'র একটা নিদর্শন।

রেবা

আজ আমায় ক্ষমা করুন বিজনবাবু আমার অক্ষমতার জন্য—মন

বিজন

ও সব বাকবিতণ্ডা আজ থাক্ কমল। তর্ক-বিতর্কের তীব্রতায় আজকের মধুরত্ব নষ্ট কোরো না।

কমল

(অপ্রস্তুত হইয়া)

তাইত কথায় কথায় সন্ধ্যে হোয়ে গেছে, আমি লক্ষ্যই করি নি।

[উঠিয়া কয়েকটি প্রতিকৃতির গলে মালা পরাইয়া দিলো ও রঙ্ বেরঙের আলো জ্বালিয়া দিলো।]

নিমন্ত্রিতদেব সব আসবার সময হোয়ে গেলো। আপনি একটু বসুন, আমি শীঘ্রই আসছি।

[বিজন সহাস্যে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল, কমলও কি ভাবিয়া হাসিতে হাসিতে ভিতরে গেলো।]

বিজন

(আপনমনে)

আজ্‌কের রাতটা স্বপ্নের মত মধুর। আজ বুঝ্‌তে পারছি, সত্যি বিশ্ব ত নিঃস্ব নয়।

[ভিতর হইতে কমলকে ডাকিতে ডাকিতে ভুবনমোহন প্রবেশ করিল।]

ভুবন

কমল, কমল।

(বিজনকে দেখিয়া)

ও, তুমি এসেছো বিজন। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, তোমার এখন সময় হ'বে শোন্‌বার।

বিজন

আজ্ঞে, বলুন।

ভুবন

একটা কথা অনেকদিন ধরে বোল্‌বো মনে করি কিন্তু বোল্‌তে সাহস করি নি। জানো ত পরিপূর্ণ সুখ আমার সয় না। তুমি বোধ হয় শুনেছো যে আজ মৃণাল ফিরে আসবে ?

[বিজন সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়িল।

এ আমার মহা-আনন্দ বিজন ; হারানো পুত্রকে ফিরে পাওয়া যে কী আনন্দ তুমি হয়ত ঠিক বুঝ্‌বে না ; তবু জেনো জগতের সমস্ত আনন্দ ম্লান হোয়ে যায় এ আনন্দের তুলনায়। এ আনন্দের তুফান মিলিয়ে যা'বার পূর্ব্বেই আমি আর একটা গুরুভার নামাতে চাই, সে হোচ্ছে কমলের বিবাহ।

[বিজন চমকিয়া উঠিল।]

বিজন

আমায় কি কোরতে হ'বে আদেশ করুন।

ভুবন

কমলের বিবাহের বয়স বহুদিন উত্তীর্ণ হোয়ে গেছে, তবু এতদিন এ বিষয়ে কোনো চেষ্টা করি নি কেনো জানো ?

[বিজন নিরুত্তর হইয়া রহিল।]

যেদিন থেকে তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়, সে দিন থেকেই আমার মনের

আর আমি সে বারেই বোলে গেছলাম যে কমল যখন আপনার স্কন্ধে ভর কোরেছে, তখন বেশীদিন আর আপনাকে বিজনে থাক্‌তে দেবে না। আমার সে কথা আজ সত্যি কিনা বলুন বিজনবাবু।

বিজন

(বিস্ময়ের ভান করিয়া)

আপনাদের কোন কথাই ত আমি বুঝ্‌তে পারলাম না।

রমা

ও রকম অবস্থায় পড়লে আমরাও যে ঠিক বুঝ্‌তে পারতাম, এ আশ্বাস আপনাকে দিতে পারি না। জানেন ত ও সময়টার বিশেষত্ব হোচ্ছে পদে পদে ভুল।

কমল

(কৃত্রিম রাগের ভান করিয়া)

রমা, রেণু, ব্যাপারটা না বুঝেই তোরা কি বাড়াবাড়ি সুরু কোরলি ?

শান্তি

এর আর বোঝ্‌বার কি বাকী আছে কমল ? তোর বুঝ্‌তে যে টুকু বাকী আছে সেইটুকু বুঝিয়ে দি, তুই চুপ্‌ কোরে বোসে শোন।

[কমলকে নিজের কেদারার পাশে বসাইলো]

গা' না, রমা, রেণু, সেই গানটা পথে আস্‌তে আস্‌তে যেটা গাইছিলি।

[তিনজনে মিলিয়া গাহিতে লাগিল]

(গান)

এলাম ছুটে সাঁজের বেলা
তোমার হৃদি-গোলাপ-বাগে ;
বন্ধু, নবীন উৎসাহেতে
নয়কো কেবল অনুরাগে।
রঙীন্ সাজে সাজিয়ে দিয়ে
অলকদামে পুষ্পরাশি ;
তোর সে শোভা মনোলোভা
দেখ্‌তে বড় ভালোবাসি।

(বিজনের উদ্দেশ্যে)

বিজন বনের কমল খানি
চয়ন করি আজ্‌কে রাতে ;
পড়িয়ে দেবো কণ্ঠে তোমার
আমরা সবাই আপন হাতে।

[গান শেষ হ'বার পূর্ব্বেই বিন্দু প্রবেশ করিল]

বিন্দু

তোরা এর মধ্যে এত মাতামাতি সুরু কোরলি ; না জানি, সে এলে কি কোরবি ?

রেণু

কে পিসি ?

কমল

বাবা, আজ্‌কের দিনেও তোমার দেরী ?

ভুবন

বড় অন্যায় হোয়ে গেছে কমল, অনভ্যস্ত হৃদয়টাকে উৎসবের উপযোগী কোরে নিতে আমায় বড় বেগ পেতে হোয়েছে। আর তুই যখন এখানে আছিস, বিজন রয়েছে, তখন অতিথিদের যে অমর্য্যাদা হ'বে না এ বিশ্বাস আমার ছিলো।

(মহেন্দ্রের উদ্দেশ্যে)

তা'র পর তুমি কতক্ষণ এসেছো মহেন্দ্র ?

মহেন্দ্র

আজ্ঞে বেশীক্ষণ নয়,—এই মিনিট কয়েক হোল।

ভুবন

বেশ, বেশ।

(নরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া)

উনি কে ? চিন্‌তে পারছি না ত।

মহেন্দ্র

ও আমাদের নরেন্দ্র।

ভুবন

ও নরেন্দ্র, বেশ, বেশ। আর চোখেরই বা দোষ কি ? কতদিন তোমাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। তুমি এখন কি কোরছো নরেন্দ্র ?

নরেন্দ্র

আজ্ঞে, দেশে কৃষিকর্ম্ম কোরছি।

ভুবন

খুব ভালো; আজকাল এই যে চাকুরীর মোহ অল্পে অল্পে কেটে যাচ্ছে, এটা দেশের একটা শুভলক্ষণ। এই পর-নির্ভরশীল জাতটাকে সবার আগে হোতে হ'বে স্বাবলম্বী, তা'র পর অন্য কথা। আত্মোন্নতি না হোলে সমাজের বা দেশের উন্নতি কিছুতেই হোতে পারে না।

(বিজনের উদ্দেশ্যে)

তোমায় এই কথাটাই সেদিন বোল্‌ছিলাম না বিজন ?

[বিজন সমর্থন-সূচক ঘাড় নাড়িল]

(নরেন্দ্রের উদ্দেশ্যে)

তোমায় দেখে খুবই আনন্দিত হোলাম নরেন্দ্র। নিজের জীবনের সার্থকতার ওপর সংসারে অনেকের সার্থকতা নির্ভর করে, আর একটি জীবনের ব্যর্থতা অনেকগুলি জীবনকে নিষ্ফল কোরে দিয়ে যায়। বাজে কথায় অনেক সময় নষ্ট হোয়ে গেলো। কমল একখানা গান শুনিয়ে অতিথিদের তৃপ্ত কর।

[কমল অর্গ্যান-সংযোগে গাহিতে লাগিল। ভুবনমোহন ধীরে ধীরে ভিতরে গেলো]

(গান)

কথার মাঝে হারিয়ে গেছে
আমার প্রাণের গান।
এখন আমি সভার মাঝে
গাইবো কিসের গান ?

আশ্রয়হারা পুত্র আমার, আশ্রয়ের অভাব বুঝ্‌তে পারলেই আবার ফিরে আসবে আমার বুকে। সে আজ কতদিন! কিন্তু আজ যেন সেদিনের সুস্পষ্ট ছায়া দেখ্‌তে পারছি প্রকৃতির এই প্রলয়-নর্ত্তনের মাঝে।

কমল

এ ঝঞ্ঝারও একটা সার্থকতা আছে বাবা, তুমি দেখ্‌তে পাও নি সে আভাস কিন্তু আমি পেয়েছি। যে ঝটিকার আবর্ত্তনে অভিমানের যাত্রা সুরু হোয়েছিলো আমার দাদার, তা'রই পুনরাবর্ত্তনে এ যাত্রার পরিসমাপ্তি হ'বে। সে আসবেই, আমার মনে হয় সে শুধু অপেক্ষায় ছিলো এইটুকুর।

ভুবন

(রুষ্ট হইয়া)

নিরর্থক তর্ক কোরিস নি কমল, আমি জানি কি চায় এই প্রলয়ঘেরা রাত। নিয়তির অট্টহাসি আমি শুন্‌তে পেয়েছি, আমার পরাজয়-মাখানো অশ্রুর মালা পড়ে বিজয়-গর্ব্বে সে আমার পানে তাকিয়ে আছে। কিন্তু আজ আমি এই প্রলয়রাত্রির বুকে অসার্থকতার বেদনা জাগিয়ে তুল্‌বো।

(অনুরোধের সুরে কমলকে উদ্দেশ করিয়া)

তুই শুধু আমার সহায় হ' মা, দেখি নিয়তিরও পরাজয় আছে কি না?

কমল

(সাগ্রহে)

আমায় কি কোরতে হ'বে বলো বাবা।

ভুবন

উন্মুক্ত দুয়ার বন্ধ কোরে দে, বাহিরের কাউকে আজ্‌কের এই রাতে প্রবেশ কোরতে দিস নি—আমার শত অনুরোধেও না।

কমল

কিন্তু বাবা, যদি সে দুয়ার বন্ধ দেখে অভিমানভরে চলে যায় ?

ভুবন

যদি সে চলে যায় আমি তা'কে বুঝিয়ে কালই ফিরিয়ে আন্‌বো, আর যদি সে নাই আসে আমার শত অনুরোধেও, তবে তা'কে চিরদিনের মত হারানোর চেয়ে এ যে ভালো হ'বে মা।

কমল

কিন্তু বাবা, কি দুর্জ্জয় তা'র অভিমান তা' ত তুমি জানো।

ভুবন

(উত্তেজিতভাবে)

বৃথা তর্ক কোরিস নি ; শীঘ্র দুয়ার বন্ধ কোরে দে মা। আমি শুধু একবার দেখ্‌তে চাই এই প্রলয়-রাত্রির পরাজয় আছে কি না ? সে আমায় কি ইঙ্গিত কোরছে জানিস কমল ? না, না, না, সে তোর শুনে কাজ নেই মা, সে যে বড় মর্ম্মভেদী—তুই আমার কথা শোন, দুয়ার বন্ধ কোরে দে।

[কমল অনিচ্ছাসত্ত্বে দুয়ার বন্ধ করিল। ভুবনমোহন অশান্তমনে ভিতরে গেলো।]

নরেন্দ্র

এ দুর্য্যোগে সে আসবেই বা কেমন কোরে বিজনবাবু? আমরা এখন যাই, আর একদিন দেখা কোরবো।

বিজন

আপনারা ভুলে যাচ্ছেন যে আজ আমি এখানে আপনাদেরই মতো একজন। এ অনুমতি পেতে হোলে আবেদন কোরতে হ'বে কমলের কাছে, আমার কাছে নয়।

রমা

বিজনবাবু ওঁর অপরাধ যে উনি বর্ত্তমানকে ফেলে কয়েকদিন এগিয়ে গেছেন।

বিজন

এর অর্থ?

রেণু

(হাসিতে হাসিতে)

বিজনবাবু, রমা বোল্‌তে চায় যে কিছুদিন পরে হোলে অনুমতি নিতে হ'তো আপনার কাছ থেকে, কমলের কাছে নয়।

বিজন

(ঈষৎ হাসিয়া)

ওঃ!

[বাহির হইতে বাউলের করুণ গানের সুর ভেসে আসছিলো।]

কমল

না বাবা ওঁরা কিছুই মনে করেন নি, পিসি ওঁদের সব বুঝিয়ে বোলেছে।

ভুবন

কাল সকালে আমি নিজে আমার ত্রুটীর জন্য প্রত্যেকের নিকট মার্জ্জনা চেয়ে নেবো।

[দুয়ারে মৃদু করাঘাত শোনা গেলো]

দুয়ারে কে আঘাত কোরছে না ?

কমল

(সাগ্রহে)

হাঁ বাবা, বোধ হয় ওরা এসেছে, দেখ্‌ছো না প্রত্যেকটি আঘাতে যেন একটা কুণ্ঠা জড়িয়ে আছে।

ভুবন

(কমলকে কাছে টানিয়া)

কমল, বিশ্বাস কবিস নি ওই মায়ায়। ও আজ যত মায়া জানে সব প্রয়োগ কোরবে একটির পর একটি, কিন্তু প্রত্যেকটি যে ব্যর্থ হোয়ে যা'বে তা' ত ও জানে না।

[আবার করাঘাত শোনা গেলো।]

কমল

না বাবা, অহেতুক কল্পনার বশীভূত হোয়ে যা'রা এসেছে তা'দের ফিরিয়ে দেওয়া কি সঙ্গত হ'বে ?

ভুবন

অহেতুক নয় কমল। আমার ওপর আজ্‌কের রাতটা তুই নির্ভর কর।

[আবার করাঘাত স্পষ্ট শোনা গেলো।]

কমল

ঐ আবার করাঘাত! কত আশা বুকে কোরে যা'রা এসেছে এ হেন দুর্য্যোগ উপেক্ষা কোরে, কোন্ প্রাণে দুয়ার হোতে তা'দের ফিরিয়ে দেবো? আমি আমার উত্তেজনা দমন কোরতে পারছি না বাবা, তুমি আমার এ অপরাধ ক্ষমা করো।

[দুয়ার খুলিতে গেলো]

ভুবন

(উচ্চৈঃস্বরে)

মায়ায় ভুলিস্ নি কমল—দুয়ার খুলিস্ নি।

[ভুবনমোহন কেদারা হইতে উঠিয়া কমলকে বাধা দিতে গেলো, কমল তত-ক্ষণে দুয়ার খুলিয়া দিয়াছে। বাহিরের ঝড়ো হাওয়ার সংঘাতে দীপ নিভিয়া গেলো; সেই ম্লান অন্ধকারে শ্বেতবস্ত্র-পরিহিতা সুরমা প্রবেশ করিল। অজানা বিপদের আশঙ্কায় ভুবনমোহন অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিল।]

কমল

এই যে বৌদি এসেছে। দেখেছো বাবা, বলিনি, আজ তা'রা আসবেই। দাদা বুঝি লজ্জায় প্রবেশ কোরতে পারছে না বৌদি? আমি নিজে গিয়ে তা'কে ডেকে আন্‌ছি।

[কমল বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিল, সুরমা তা'কে বাধা দিলো।]

সুরমা

না বোন, আর সে আসবে না।

কমল

(বিস্ময়ে)

কেন এখনও কি তাঁ'র দুর্জ্জয় অভিমান যায় নি?

সুরমা

(ভগ্নকণ্ঠে)

অভিমান নয় কমল, তিনি যে জন্মের মতো চলে গেছেন।

কমল

এঁ্যা, দাদা নেই! দাদা, দাদা।

[কমল মূর্চ্ছিতা হোয়ে পড়ে গেলো।
সেই কান্নার শব্দে বিন্দু ছুটে এলো]